গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়: সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
সভার স্থান	:	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষ (২য় তলা)
সভার তারিখ ও সময়	:	১১.৭.২০১৮ খ্রি., বিকাল ৪.০০ টা
সভার উপস্থিতি তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক-৩ সভার প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাতিসংঘের সমুদ্রসীমা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের বাংলাদেশের ১,৮২,৮১৩ বর্গ কি.মি. এলাকায় অর্জিত সমুদ্র সীমায় তেল, গ্যাস, মূল্যবান খনিজ সম্পদ ও মৎস্য আহরণ এবং সমুদ্রসীমায় নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি Strategic Plan ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা পর্যায়ে Action Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০/৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়কে সমন্বয়কারী এবং সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে যুগ্ম সমন্বয়কারী করে "সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমন্বয় কমিটি" গঠন করা হয়।

২। তিনি সভাকে আরও জানান যে, সমন্বয় কমিটির ১ম সভা তৎকালীন মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৪/৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গত ২/১২/২০১৫ এবং ৯/১০/২০১৬ তারিখে সমন্বয় কমিটির যথাক্রমে ২য় ও ৩য় সভা ছাড়াও মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ এবং ১৫/১২/২০১৫ তারিখে দুটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া গত ৮/৫/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

৩। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মহোদয় সভায় জানান যে, সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। তিনি আরও বলেন, পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কি কি কাজ করেছে এবং বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রেরণ না করায় গৃহীত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি লীড বিভাগ হিসেবে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রত্যাশা মাফিক কাজ করছে না বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাশাপাশি সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

৪। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) বিষয়ে সম্যক ধারণাসহ এ যাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উপর একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপস্থাপনকালে তিনি জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০/০৮/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাসহ এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত প্রায় ৬০ টি সিদ্ধান্তের কয়েকটি বাস্তবায়িত হলেও বেশির ভাগ এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়ন করতে পারে; এমন সব প্রস্তাবনা বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের পাশাপাশি শিল্প মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন বলে জানান। উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ চাইলে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক উন্নয়ন ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানসহ অন্যান্য যে কোন সহযোগিতা প্রদানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রস্তুত বলে জানান।

৫। এ পর্যায়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর সমূহের প্রতিনিধিগণকে তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরার আহবান জানান। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ৪০,০০০ হেক্টর এলাকাকে বনায়নের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতিনিধি জানান যে, সমুদ্র সম্পদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ এবং মেরিন ট্যুরিজমের ক্ষেত্রেও কাজ করছে।

৬। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানী কোন পর্যায়ে দাঁড়াবে সেটিকে সামনে রেখে তিন (০৩) টি বন্দরকে প্রস্তুত করা হচ্ছে। পানগাঁও টার্মিনালে মোবাইল হারবার ক্রেন চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, তাঁর মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পাঁচ (০৫)টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এর মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করা হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, বরগুনা ও পটুয়াখালিতে জাহাজ রি-সাইক্লিং ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিগণও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

৭। এ পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং সভাপতি জানান যে, সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে সমুদ্র সম্পদের সুরক্ষা, সমুদ্র সম্পদ আহরণ, সম্পদের ব্যবহার ও বাণিজ্য এবং এর মনিটরিং ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যক্রম আমাদের সকলের সম্মিলিত কাজ। তাই এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, ২০১৪ সালের সিদ্ধান্তসমূহ ২০১৮ সালেও বাস্তবায়িত হয়নি তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি বলেন, সুনীল অর্থনীতি উন্নয়নের বিষয়ে কী কী পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন ছিল, এর মধ্যে কোনগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতে আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সকলেরই তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তিনি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ এর মধ্যে Five Step Approach গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। তা হলো- (ক) সকল মন্ত্রণালয়কে পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে কোন কোন সিদ্ধান্তসমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তা Reflection Session আয়োজনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা (খ) এ বিষয়ক একটি প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা (গ) কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে উপযুক্ত অংশীদার চিহ্নিত করা (ঘ) ত্বরিৎ গতিতে বাস্তবায়নের জন্য একটি ফাস্ট-ট্র্যাক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা (ঙ) গৃহীত কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সভাপতি সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে উপর্যুক্ত ৫টি পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৮। অতঃপর সভায় বিস্তারিত আলোচনার শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৮.১ আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) উন্নয়নের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৮.২ Blue Economy-এর বিষয়ে সভাপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত 'Five Step Approach'(ক. সকল মন্ত্রণালয়কে পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে কোন কোন সিদ্ধান্তসমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তা Reflection Session আয়োজনের মাধ্যমে চিহ্নিত করা খ. এ বিষয়ক একটি প্রাথমিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা গ. কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে উপযুক্ত অংশীদার চিহ্নিত করা ঘ. ত্বরিৎ গতিতে বাস্তবায়নের জন্য একটি ফাস্ট-ট্র্যাক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা ঙ. গৃহীত কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা) বাস্তবায়নের নিমিত্ত আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৮.৩ বাংলাদেশের অর্জিত জলসীমায় সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) ও এর অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

৮.৪ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্লু-ইকোনোমি সেল সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাথে যোগাযোগপূর্বক ইতোপূর্বে বিভিন্ন সভায় (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০.৮/২০১৪ তারিখে এবং পরবর্তীতে ২৪.৩.২০১৫, ১৯.১০.২০১৫, ২.১২.২০১৫, ১৩.১২.২০১৫ এবং ৯.১০.২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা/সমন্বয় কমিটির সভা) গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন (মেট্রিক্স আকারে অগ্রগতি অংশের জন্য পৃথক কলামসহ) আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সচিব, মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিট বরাবর প্রেরণ করবে;

৮.৫ প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচিতে ব্লু-ইকোনোমি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৮.৬ প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক মনোনীত ব্লু-ইকোনোমি বিষয়ে ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তাদের তালিকা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৮.৭ সমন্বয় কমিটিতে সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-কে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৮.৮ ব্লু-ইকোনোমি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে একটি পৃথক মেন্যু/সাব-মেন্যু তৈরি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৬/৭/২০১৮
মোঃ নজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব